দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 19।5।85 ...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম ... 1 ...

011

এসএসসি কান্ড

এসএসসি পরীক্ষা শুরু হয়েছে। এবার চারটি বোর্ডের পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৩ লাখ ৩০ হাজার। এর মধ্যে ঢাকা বোর্ডে ১ লাখ। রাজশাহী বোর্ডে ৮০ হাজার। এবং কুমিল্লা ও যশোর বোর্ডের পরীক্ষার্থী সংখ্যা ৭৫ হাজার করে। মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা আগের বারের চেয়ে অনেক বেশী। এবার পুরান পাঠ্যক্রমের ছাত্রছাত্রীদের শেষ বছর। এবং নতুন পাঠ্যক্রমের ছাত্রছাত্রীদের প্রথম বছর বলেই পরীক্ষার্থী সংখ্যা এবার বেশী।

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে আমাদের শিক্ষাজীবনে এসএসসি পরীক্ষা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার দিক থেকে এসএসসি হচ্ছে আমাদের জীবনে সর্বনিম্ন শিক্ষাগতযোগ্যতার মাপকাঠি। আবার লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এসএসসি পরীক্ষার পরই শিক্ষার্থীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। দুঃখজনক হলেও সত্য যে পরীক্ষার ফলাফলের প্রেক্ষিতে আমরা প্রতি বছরই পরীক্ষার ফেলের খবর লিখি। অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী অকৃতকার্য হয় বলে এসএসসিতেই একটি বিরাট সংখ্যক ছাত্রছাত্রীর শিক্ষা জীবন শেষ হয়। বিশেষ করে অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতার ফলে অনেক ছাত্রছাত্রীরই এসএসসি হচ্ছে সর্বশেষ পরীক্ষা। আবার এসএসসি পরীক্ষায় শুধুমাত্র উত্তীর্ণ হওয়াও আজ আর উচ্চশিক্ষার কোন গ্যারান্টি নয়। ভালভাবে উত্তীর্ণ হতে না পারলে সাধারণ উচ্চশিক্ষার পথও রুদ্ধ। তাই ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকদের কাছে এসএসসি যেন এক অগ্নিপরীক্ষা।

আরও এক কারণে এসএসসি অগ্নিপরীক্ষা। কোন বছরই এসএসসি পরীক্ষা নির্বিঘ্নে পার হতে দেখলাম না আমরা। পুলিশ, ১৪৪ ধারা, নকল, হাঙ্গামা ইত্যাদি এসএসসি পরীক্ষার অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবারও নকলের দায়ে প্রায় অর্ধ সহস্র পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হয়েছে। পরীক্ষা সেন্টারে ঘটেছে পটকা বিস্ফোরণ। নকল সরবরাহকারীরা মহাদাপটে তাদের তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। গ্রেফতারও হয়েছে তাদের কয়েকজন।

পরীক্ষা নিয়ে এই হাঙ্গামা গোটা জাতির জন্যেই লজ্জার বিষয়। কিন্তু এই লজ্জাবোধও আমাদের নেই। নকল করাই যেন বাহাদুরী। ফাঁকি দেয়াই যেন কৃতিত্ব। পুলিশ ডেকেও পরীক্ষা কেন্দ্রে নকল ও হাঙ্গামা বন্ধ করা যাচ্ছে না। আমরা কোথায় নেমেছি এসব ঘটনা তারই প্রমাণ।